হ্যাটট্রিক লা লিগা জিতবে বার্সেলোনা

৩-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
নেইবার
আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী
THE DAILY NEIGHBOUR

জাপানের ফুজিসাওয়া শহরে বিক্ষোভ

২-এর পাতায় দেখুন

রেজি ঃ ডিএ-৬১৭৬ ॥ বর্ষ-১১ ॥ সংখ্যা-২৯ ॥ ঢাকা বুধবার ২৯ জুলাই ২০২৬ ইং ॥ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ বাংলা ॥ ১৪ সফর ১৪৪৮ ॥ পৃষ্ঠা : ৮ ॥ মূল্য- ৫.০০ টাকা

বঙ্গভবনে কার্যক্রম শুরু ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির

স্টাফ রিপোর্টার : ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হাফিজ উদ্দিন আহমদ, বীর বিক্রম বঙ্গভবনে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেছেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি প্রথম এ কার্যক্রম শুরু করেন।

তিনি গতকাল সকাল সোয়া ১১টায় বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রধান ফটক-২ এ প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের (পিজিআর) একটি সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানায় এবং গার্ড অব অনার প্রদানের স্থানে নিয়ে যায়।

পরে পিজিআর-এর একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। গার্ড অব অনার প্রদান শেষে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এ এস এম বাহাউদ্দিন, জনবিভাগের সচিব খান মো. নূরুল আমিন, প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলম এবং সহকারী সামরিক সচিব

(শেষের পাতায় দেখুন)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামালের সঙ্গে প্রাথমিক ও প্রক্রিয়াগত আলোচনা হয়েছে। তবে নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো নির্ধারণ করা হয়নি।

তিনি বলেন, যথাসময়ে নির্বাচন কমিশন সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তফসিল ঘোষণা করবে।

গতকাল জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও তাহমিদা আহমদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় সংসদ সচিবালয়ের সচিব ও ইসি সচিবালয়ের সচিবও উপস্থিত ছিলেন।

সিইসি বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি নেবে এবং কমিশন সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর যথাসময়ে দিনক্ষণ জানানো হবে। এখন পর্যন্ত কোনো

(শেষের পাতায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন চ্যালেঞ্জ করে রিট খারিজ

স্টাফ রিপোর্টার : আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি মো. জিয়াউল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মুহাম্মদ মহসিন রশিদ এই রিট করেন। রিট আবেদনে ১৯৭৩ সালের আইনটিকে 'অপ্রচলিত', 'কার্যকারিতাহীন' এবং 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের হাতিয়ার' হিসেবে আখ্যায়িত করে তা বাতিলের পদক্ষেপ নিতে সরকারের প্রতি নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দুই সচিবকে রিট বিবাদী করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের এখতিয়ার দিয়ে ১৯৭৩ সালের এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

এর মূল উদ্দেশ্য বা রেশিও লেগিস ছিল মুক্তিযুদ্ধে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগীদের বিচার নিশ্চিত করা।

হাম উপসর্গে আরো তিনজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরো তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৯০৪ জন।

এ নিয়ে হাম ও হামের উপসর্গে প্রাণহানি বেড়ে ৮২৫ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হালনাগাদ হাম পরিস্থিতি-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৭৩০ শিশুর। আর হামে আক্রান্ত হয়ে আরো ৯৫ শিশু প্রাণ হারিয়েছে।

অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এই সময়ে মোট ৮২৫ শিশু মারা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার ৭৪৫ আর নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার ৫৫৫। এর মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ১ লাখ ৭ হাজার ৬৫৪ রোগী।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তাঁর কার্যালয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভেন্টিলেটর ও হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিন প্রস্তুতকারকদের সাথে বৈঠকে বক্তব্য রাখেন।

দেশীয় প্রযুক্তির ভেন্টিলেটর ও হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিন প্রস্তুতকারকদের সহযোগিতার আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভেন্টিলেটর ও হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিন প্রস্তুতকারকদের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এই দুটি মেশিন ব্যবহার উপযোগী ও বাজারজাত করতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন তিনি।

গতকাল বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক সভায় তিনি এ আশ্বাস দেন। প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান শিপলু এ কথা জানান।

সভায় সংশ্লিষ্টরা দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি দুটি চিকিৎসা যন্ত্রের কার্যকারিতা, সম্ভাবনা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবায় আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশে সরকার গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মান যাচাই এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকার সহযোগিতা দেবে।

আলাদা দুইটি বিশেষজ্ঞ দল ভেন্টিলেটর ও হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিন তৈরি করেছে বলে সভায় জানানো হয়। সভায় সংশ্লিষ্টরা আরো জানান, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে এগুলো দেশের সব হাসপাতালে ব্যবহারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও রপ্তানি করা যাবে। দেশীয়ভাবে উৎপাদিত হওয়ায় যন্ত্র দুটি তুলনামূলক কম খরচে বাজারজাত করা সম্ভব হবে, যা স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সাশ্রয়ী করতে ভূমিকা রাখবে।

এছাড়া দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই দুটি চিকিৎসা যন্ত্র সফলভাবে উৎপাদন ও ব্যবহার শুরু হলে বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমবে বলেও তারা উল্লেখ করেন।

বিশেষজ্ঞরা জানান, ভেন্টিলেটর মেশিনটি গুরুতর শ্বাসতন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত

(শেষের পাতায় দেখুন)

মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের আহ্বান মির্জা ফখরুলের

স্টাফ রিপোর্টার : মাদক নির্মূলে শুধু আইন প্রয়োগ বা শাস্তি যথেষ্ট নয়। এ জন্য সমাজের সব মানুষের অংশগ্রহণে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, সবাইকে সম্পৃক্ত করে আমরা মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করেছি। সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন-সবাইকে নিয়ে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। এটি ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ বা শাস্তি দিয়ে মাদক নির্মূল করা সম্ভব নয়। আমরা যে পদক্ষেপগুলো নিতে চাই, সেগুলোর মাধ্যমে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করছি।

মাদক একটি খারাপ জিনিস-এ বিষয়ে সবাইকে ইতিবাচক প্রচার চালাতে হবে।

এ সময় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে মাদকের ক্ষতিকর দিক তুলে

(শেষের পাতায় দেখুন)

জনরায়ে বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে

----------পানিসম্পদমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পানিসম্পদমন্ত্রী মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, জনরায়ে বিএনপি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে। বিএনপি ঐক্যে বিশ্বাসী।

জাতীয় স্বার্থে ২৪-এর জুলাইয়ে যেভাবে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, বৈষম্যহীন দেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের আবদুস সালাম মিলনায়তনে 'ন্যায়ভিত্তিক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে বিভাজন নয় ঐক্য' শীর্ষক আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন সমাজ গঠন করতে হবে। তিনি বলেন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এক ঐতিহাসিক বিজয়। নিরপেক্ষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য বিএনপি ধারাবাহিকভাবে ১৬ বছর আন্দোলন-সংগ্রাম ছালিয়ে আসছিল। জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিক, রিকশাওয়ালাসহ সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। মন্ত্রী আরো বলেন,

(শেষের পাতায় দেখুন)

ডেঙ্গুতে তিনজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি পাঁচ শতাধিক

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময় ৫১২ জন ডেঙ্গুরোগী দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২০১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৩ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৭৫ জন, খুলনা বিভাগে ৮৫ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩৪ জন, রংপুর বিভাগে ২৮ জন, বরিশালে বিভাগে ৭৫ জন ও সিলেট বিভাগে একজন রয়েছেন।

চলতি বছরের ২৮ জুলাই পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১৪ হাজার ১৫৬ জন। চলতি বছরে এ যাবত মোট ১৭ হাজার নয়জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন।

বর্তমানে হাসপাতালে এক হাজার ১০০ জন চিকিৎসাধীন আছেন।

২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে

(শেষের পাতায় দেখুন)

আইওএমের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও জোরদারের ওপর গুরুত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সঙ্গে বাংলাদেশের দুই দশকের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

একই সঙ্গে মানবপাচার প্রতিরোধ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সরকারের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর কার্যালয়ে আইওএমের বাংলাদেশে নবনিযুক্ত চিফ অব মিশন ড. লরা টম-বন্ড সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আইওএমের সঙ্গে দীর্ঘদিনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করা, জাতীয় মানবপাচারবিরোধী কার্যক্রম জোরদার, সাইবার প্রযুক্তিনির্ভর মানবপাচার প্রতিরোধ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এ সময় আইওএমের মিশন প্রধান জানান, সংস্থাটির ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল উগোচি ড্যানিয়েল আগামী ১ থেকে ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সফর করবেন। এ উপলক্ষে আগামী ৪ আগস্ট

(শেষের পাতায় দেখুন)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু গতকাল মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কার্বন ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বক্তব্য রাখেন।

স্বচ্ছ ও কার্যকর কার্বন মার্কেট গড়ে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন : পরিবেশমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু, এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষা করে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর কার্বন মার্কেট গড়ে তুলতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অংশীজনকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বাংলাদেশ সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে 'বাংলাদেশ কার্বন মার্কেট ফ্রেমওয়ার্ক'-এর ওপর আয়োজিত আন্ত মন্ত্রণালয় সভায় তিনি এ কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক কার্বন মার্কেট বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পরিবেশবান্ধব বিনিয়োগের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ মার্কেটের কার্যক্রমে পরিবেশগত অখণ্ডতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ন্যায্য সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান বাস্তবায়নে কার্বন মার্কেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস ও অপসারণ কার্যক্রমের সঠিক হিসাব, যাচাই এবং আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। প্যারিস চুক্তির আওতায় Article 6 Designated National Authority (A6 DNA) হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং বিশ্বব্যাংকের Partnership for Market Implementation (PMI) কর্মসূচির সহযোগিতায় 'বাংলাদেশ কার্বন মার্কেট ফ্রেমওয়ার্ক' খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ কার্বন ট্রেডিং সীমিত পর্যায়ে শুরু হলেও সরকারিভাবে আমরা এখনো শুরু করতে পারিনি।

টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিক: তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের বাজারে ৩৪টি টুথপেস্টের মধ্যে ২৬টিতে 'ক্ষতিকর' মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়ার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এই কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী ও বিচারপতি মো. জিয়াউল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হাইকোর্টে রিটকারী আইনজীবী মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন।

এর আগে গত রোববার দেশের বাজারে বিক্রি হওয়া ১৯ ব্র্যান্ডের ৩৪টি টুথপেস্ট নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত দেশব্যাপী একটি সমন্বিত গবেষণা পরিচালনা করে এই

(শেষের পাতায় দেখুন)

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আনোয়ার ইব্রাহিমের ফোনালাপ, গ্যাস সংকটে সহায়তার প্রত্যাশা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের চলমান গ্যাস সংকট মোকাবিলায় মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এ বিষয়ে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম দ্রুত তার সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিষয়ে বাংলাদেশকে অবহিত করার আশ্বাস দিয়েছেন। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ফোনালাপ হয়। সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। সোমবার (২৭ জুলাই) তারেক রহমান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি পাঠান, যা আজ কুয়ালালামপুরে সফররত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মাহদী আমিন আনোয়ার ইব্রাহিমের হাতে তুলে দেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের উদ্ভূত জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী মালয়েশিয়ার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

জবাবে আনোয়ার ইব্রাহিম জানিয়েছেন, তার দেশের পক্ষ থেকে যেসব সহযোগিতা সম্ভব, সেগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করা হবে। সংশ্লিষ্ট টিম ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা শেষে তিনি দ্রুত বাংলাদেশকে জানাবেন।

তিনি বলেন, এই বার্তাটি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমি এই কারণে

(শেষের পাতায় দেখুন)

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী রাশিয়া: কম দামে ইউরিয়া বিক্রির প্রস্তাব

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে সহযোগিতা আরও বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে রাশিয়া। এছাড়া, অন্যান্য ববজারের তুলনায় প্রতি মেট্রিক টনে ১০ মার্কিন ডলার কম দামে ইউরিয়া সার সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে দেশটি।

মঙ্গলবার সচিবালয়ে বাণিজ্য, শিল্প, বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ভিয়াচেস্লাভ সেন্টিউরিনের নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাতে এসব বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে শিল্প সচিব আব্দুন নাসের খানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি সহযোগিতা, সার সরবরাহ এবং সরকার-টু-সরকার (জি-টু-জি) বাণিজ্য সম্প্রসারণের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত গম ও মিউরিয়েট অব পটাশ (এমওপি) সার সরবরাহে রাশিয়ার সহযোগিতার প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, রাশিয়া বাংলাদেশের একটি বিশ্বস্ত বন্ধু। আগামী দিনে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রাশিয়ার প্রতিনিধিদল জানায়, জেএসসি এফইসি প্রোডিনটর্গের মাধ্যমে বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের

(শেষের পাতায় দেখুন)

NDF (Reg. S-9479/09) Public Media & Human Rights Organization

দৈনিক নেইবার
আমরা সত্য প্রকাশে বিশ্বাসী
THE DAILY NEIGHBOUR

ঢাকা বুধবার ২৯ জুলাই ২০২৬ ইং ॥ ১৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ বাংলা

আলহাজ্ব কাজী আমেনা আকবর ফাউন্ডেশন AL-HAJ KAZI AMENA AKBAR FOUNDATION Public Media & Human Rights Organization

দেশজুড়ে অপরাধ দমনে অভিযান জোরদার

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারের ঘোষিত অপরাধের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির আওতায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, অপরাধ দমন, মাদক ও অবৈধ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি সম্প্রসারণ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর জনআস্থা সুদৃঢ় করতে দেশব্যাপী সমন্বিত উদ্যোগ জোরদার করা হয়েছে।

পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সারা দেশে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগের আওতায় কঠোর আইন প্রয়োগ, প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশিং, পেশাগত সংস্কার এবং একাধিক সংস্থার সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খন্দকার রফিকুল ইসলাম বাসসকে বলেন, অপরাধ ও মাদক পাচার দমনে পুলিশ নিয়মিত টহল, রুটিন অভিযান এবং বিশেষ দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করছে।

তিনি বলেন, 'অপরাধ ও মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে সারা দেশে অপরাধ দমনে আমরা সর্বাত্মক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, কোনো অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তাৎক্ষণিক সাড়া নিশ্চিত করার মাধ্যমে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ মে থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত নিয়মিত ও দেশব্যাপী বিশেষ অভিযানে মোট এক লাখ ১৬ হাজার ৭২৫ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর মধ্যে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩২ হাজার ৯০৮ জনকে এবং বিভিন্ন মামলায় ও নিয়মিত পুলিশি অভিযানে আটক করা হয়েছে ৮৩ হাজার ৮১৭ জনকে।

দেশব্যাপী অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং দেশীয় অস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে।

উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ২৪৩টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২ হাজার ৩১৩ রাউন্ড গুলি, ৮৮টি ম্যাগাজিন, ৪৩টি দেশীয় বিস্ফোরক, ২ কেজি গানপাউডার, ৫০৩টি দেশীয় অস্ত্র, অস্ত্রের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, বোমা তৈরির সরঞ্জাম এবং ১০ হাজারের বেশি দেশীয় 'চকলেট বোমা'।

উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৭৬টি পিস্তল, ৫০টি বন্দুক, ৩৩টি এলজি, ৩০টি শুটার গান, ১৮টি রিভলভার, ১৫টি পাইপগান, ৪টি শটগান, ২টি রাইফেল, ২টি সাবমেশিনগান (এসএমজি), ১২টি এয়ারগান এবং একটি পেনগান।

একই সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যাপক মাদকবিরোধী অভিযানও পরিচালনা করেছে। অভিযানে প্রায় ৭৬ লাখ ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, ৮ হাজার ২৮৪ প্যাকেট হেরোইন, ৩ হাজার ১৮৬ বোতল ফেনসিডিল, ৬ হাজার ৮৩৫ বোতল বিদেশি মদ, ৩৫৪ বোতল দেশীয় মদ, ৫ হাজার ৩৩৬ প্যাকেট গাঁজাসহ বিভিন্ন ধরনের অবৈধ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ সময় মাদক-সংক্রান্ত ১৪ হাজার ১৫৭টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মাদক-সংশ্লিষ্ট অভিযোগে ২০ হাজার ৪৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তর জানিয়েছে, বিশেষ অভিযান শুরুর পর থেকে দেশব্যাপী অপরাধবিরোধী কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে।

কর্মকর্তারা জানান, সরকারের চলমান উদ্যোগে জোরদার পুলিশি তৎপরতা, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বিত অভিযান, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, পুলিশ বাহিনীর পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তারা বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও মাদকচক্র ভেঙে দেওয়া, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, জননিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির আওতায় এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রযুক্তিনির্ভর পুলিশিং সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মাওয়া মহাসড়ককে সিসিটিভি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত এ নজরদারি ব্যবস্থা মহাসড়কে ডাকাতি, মাদক পাচার ও অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধের পাশাপাশি যান চলাচল ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে সহায়তা করবে।

হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ফারুক আহমেদ বাসসকে বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পুরো অংশ এখন সিসিটিভির আওতায় রয়েছে এবং ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এআইচালিত ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, 'ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পুরো অংশকে সিসিটিভি নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে।

জনগণের ওপরে যারা ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তারা দলের শত্রু: তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, জনগণের ওপরে যারা ক্ষমতা প্রদর্শন করবে তারা আমাদের সরকারের শত্রু, দলের শত্রু, তারেক রহমান এবং খালেদা জিয়ার শত্রু।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল ১০টায় বরিশালের গৌরনদী উপজেলার নলচিড়া ইউনিয়নের কুতুবপুর স্বনির্ভর খালের পাশে উপজেলা কৃষকদলের আয়োজনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে একমাত্র ক্ষমতা দেখাতে পারে জনগণ। আমাদের দেশের এত ক্ষমতার মালিক শেখ হাসিনার শেষ পর্যন্ত বিড়ালের মতো পালিয়ে যেতে হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এত বড় একটা রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী যেই সমস্ত অল্প বয়স্ক তরুণ ছাত্রদের তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করেছিল সেই তেলাপোকাদের কারণে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, তাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, যখন-তখন জনগণকে ছোট করা, তেলাপোকা মনে করা, ছাড়পোকা মনে করা, এইসব ঔদ্ধত্য যেই রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা দেখায় তারা দলের শত্রু, জনগণের শত্রু। এটা আমি অতীতে সাবধান করছি, বর্তমানেও সাবধান করে দিচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, ধানের শীষের হাতে যখন ক্ষমতা আসে আর শহীদ জিয়া পরিবারের হাতে যখন শাষণ ক্ষমতা দায়িত্বে আসে তখন সেই ক্ষমতার কোনো অপপ্রয়োগ সর্বোচ্চ মহলে হয় না। তবে নিচের পর্যায়ে আমরা যদি কেউ ভুলভ্রান্তি করি সেই দায়িত্ব কিন্তু শেষ পর্যন্ত দলের ঘাড়ে যায়। তাই বিভ্রান্তিকর নেতাকর্মীদের ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। আমাদের দল একটা বড় পরিবার, আমাদের নানা রকমের নেতাকর্মী ও অঙ্গ-সংগঠন আছে। আমরা সবাই মিলে ধান চাষ করি, আবার কাটার মৌসুমে সবাই মিলে আমরা ধান কাটি। আমাদের পরিবারের কিছু সদস্যরা ধান চাষের সময়েও থাকে না আবার ধান কাটার মৌসুমেও থাকে না। ধান চাষের মৌসুমেও ফুটবল খেলে, ধান কাটার মৌসুমেও ফুটবল খেলে।

তারপরেও পরিবারে এরকম দায়িত্বহীন কিছু সদস্য থাকবে। এদের চিনে রাখতে হবে। এরা যাতে কোনো রকমের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। ভালো ব্যবহার, সৌজন্যতা করতে হবে কিন্তু দূরবীনের মত চোখ রাখতে হবে। অপরাধ করার সাথে সাথে আইনের আওতায় আনতে হবে। দলীয় পরিচয়ে যাতে কেউ রক্ষা না পায়।

৭ বছরে সড়কে ঝরেছে ৭ হাজার ৩৬৪ শিক্ষার্থীর প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থীদের প্রাণহানি উদ্বেগজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। ২০১৯ সাল থেকে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত সাড়ে সাত বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৭ হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষার্থী।

এ সময়ে দেশে মোট সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪৮ হাজার ৭১৩ জনের মধ্যে শিক্ষার্থীর হার ১৫ দশমিক ১১ শতাংশ।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমানের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সী স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষার্থী ৩ হাজার ৩২৮ জন, যা মোট শিক্ষার্থী মৃত্যুর ৪৫ দশমিক ১৯ শতাংশ।

অন্যদিকে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে ৪ হাজার ৩৬ জন বা ৫৪ দশমিক ৮০ শতাংশ।

দুর্ঘটনার ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী হিসেবেই সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছে। এভাবে নিহত হয়েছে ৩ হাজার ৮৪১ জন, যা মোট শিক্ষার্থী মৃত্যুর ৫২ দশমিক ১৫ শতাংশ। এছাড়া পথচারী হিসেবে যানবাহনের চাপা বা ধাক্কায় নিহত হয়েছে ১ হাজার ৯২৩ জন, যানবাহনের যাত্রী হিসেবে ৯২৭ জন, বাইসাইকেল ও রিকশার আরোহী হিসেবে ৫১৯ জন এবং অটোরিকশার চাকায় ওড়না বা পোশাক পেঁচিয়ে প্রাণ গেছে ১৫৪ শিক্ষার্থীর। সড়কভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে আঞ্চলিক সড়কে, যেখানে প্রাণহানি ২ হাজার ১৪৯ জন। গ্রামীণ সড়কে নিহত হয়েছে ১ হাজার ৯৪৭ জন, শহরের সড়কে ১ হাজার ৭৮৬ জন এবং জাতীয় মহাসড়কে ১ হাজার ৪৮২ জন।

কৃষিপণ্য রপ্তানি বাড়াতে সরকার কাজ করছে : কৃষিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি রপ্তানি সক্ষমতা বাড়াতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকালে গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কৃষিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

মন্ত্রী বলেন, 'দেশে বর্তমানে সারের কোনো ঘাটতি নেই। পর্যাপ্ত সার মজুত রয়েছে। তবে একটি মহল কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বাজার অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

এ বিষয়ে সরকার কঠোর নজরদারি করছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

পরিদর্শন শেষে কৃষি-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মন্ত্রী।

সভায় কৃষি গবেষণা, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের গুণগত মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আরো জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ সময় গাজীপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য এম. মঞ্জুরুল করিম রনি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. রফিকুল ইসলাম, কৃষি বিজ্ঞানী, শিক্ষক এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নিশ্চয়ই হজ্ব ও ওমরাহ একমাত্র আল্লাহর জন্য (আল-কোরআন)
সেবা এবং বিশ্বস্ততা আমাদের একমাত্র পুঁজি
হজ্ব, ওমরাহ, বিমান টিকেট, ভিসা প্রসেসিং এর জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
সেবা সমূহঃ
ভিসা প্রসেসিং | হজ্ব ও ওমরাহ ভিসা | ঠিকাদারী ও সরবরাহকারী
বিমান টিকেট | স্টুডেন্ট ভিসা | মানবিক সেবা ও প্রিন্টিং প্রেস
ফ্যামিলি ভিসা | হোটেল বুকিং | বিজ্ঞাপনী সংস্থ্যা ও নিউজ
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড (সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি, আরএল-১১৬৪)
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড (সরকার অনুমোদিত হজ্ব ও ওমরাহ্ এজেন্সি, এইচএল-১০৭৭)
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
নেইবার ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (গনমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থা, রেজি নংঃএস-৯৪৭৯/০৯)
প্রিন্স মিডিয়া লিমিটেড (প্রিন্টিং প্রেস ও অল মিডিয়া অর্গানাইজেশন)
প্রিন্স ওভারসীজ (সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি, আরএল-২৯৯৫)
আলহাজ্ব কাজী আমেনা আকবর ফাউন্ডেশন (এনডিএফ এর একটি সেবা মূলক সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
এই নামে ভিসা ওকালা করিবেন
নেইবার ওভারসীজ লিমিটেড
সরকার অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট, লাইসেন্স নং- আরএল-১১৬৪
NEIGHBOUR OVERSEAS LTD.
Govt. Approved Recruiting Agent. Licence No. RL-1164
কর্পোরেট অফিসঃ পল্টন চায়না টাউন, সুইট #৯/৮, পশ্চিম ভবন, ৯ম তলা (লিফটের-৮), ৬৮, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ০২-৪৮৩১৮১৬১, ৪৮৩১৮১৬২, ২২২২২২৫৯৭৩, ফেক্স: ৮৮-০২-৪৮৩১৮১৬২, মোবাইল: ০১৮১৯-১৯৪০২২, ০১৭১৬-৩৬৬০৬১
E-mail: neighbourbd@gmail.com, neighbourbd@yahoo.com, Website: www.neghbourgroup.com
Biman Approved | IATA | ATAB MEMBER

দেশীয় প্রযুক্তির ভেন্টিলেটর

(প্রথম পাতার পর)

জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা সরঞ্জাম। এ কারণে এর নিরাপত্তা, কার্যকারিতা ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করতে আরও বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

অন্যদিকে হাই-ফ্লো অক্সিজেন মেশিনটি শ্বাসতন্ত্রের সাধারণ সমস্যাজনিত রোগীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী। এই যন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ব্যবহার করা যায়। ফলে বিদ্যুৎ-সুবিধাবঞ্চিত এলাকা কিংবা জরুরি পরিস্থিতিতে রোগী পরিবহনের সময় অ্যাম্বুলেন্সেও এটি কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে।

সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন, প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত, প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ সহকারী ড. এস এম জিয়াউদ্দিন হায়দার, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মো. কামরুজ্জামান চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) প্রো ভিসি ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চিকিৎসক সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহ মুহাম্মদ আমান উল্লাহ, প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব-১ ডা. মামুন শিবলীসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মাদকবিরোধী সামাজিক

ধরে জনসচেতনতা বাড়াতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

এসময় জেলা প্রশাসক রফিকুল হক, পুলিশ সুপার বেলাল হোসেন, জেলা বিএনপি সভাপতি মির্জা ফয়সল আমিনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কমকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জনরায়ে বিএনপি দেশ

বাংলাদেশে আর কখনোই ফাসিবাদ কায়েম হবে না, কাউকে গণতন্ত্র হত্যা করার সুযোগ দেওয়া হবে না। বিরোধী দলকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পার্লামেন্টে এক আচরণ বাহিরে ভিন্নরূপড়এই নীতি পরিহার করতে হবে। অযথা মিথ্যাচার ও বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরোধী দলকে বিরত থাকতে হবে। ফ্যাসিবাদ, উগ্রবাদ ও চরমপন্থার ব্যাপারে গণতন্ত্রকামী জনগণকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানান মন্ত্রী।

আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য শাহাদাত হোসেন সেলিম। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী মো. রাশেদ খান। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ এহসানুল হুদা।

আইওএমের সঙ্গে

ইউএন হাউজ বাংলাদেশে আয়োজিত বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান।

ড. লরা টম-বন্ডকে বাংলাদেশে স্বাগত জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মানবপাচার প্রতিরোধ, সীমান্ত ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা উন্নয়ন এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএমের যৌথ উদ্যোগে প্রণীত 'সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা' (ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট-আইবিএম) কৌশলের জাতীয় বৈধকরণ কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোয় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রযুক্তিগত সহায়তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আইওএম তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

এ ছাড়া মানবপাচার প্রতিরোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন কার্যক্রমে আইওএমের কারিগরি সহযোগিতা, নীতিগত সহায়তা, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক তহবিল সংগ্রহে সহযোগিতার বিষয়েও আলোচনা হয়।

বাংলাদেশে আইওএমের মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ড. লরা টম-বন্ডের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এটি ছিল প্রথম আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-১ অধিশাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান এবং আইওএমের ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট (গভর্নমেন্ট) ড. এস এম মোরশেদসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য

আরও জানায়, বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব দেশ থেকে ইউরিয়া সার আমদানি করে, তার তুলনায় প্রতি মেট্রিক টনে ১০ মার্কিন ডলার কম দামে সার সরবরাহের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে নির্ভরযোগ্য সার সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ও কমবে বলে তারা আশা প্রকাশ করে।

বৈঠকে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং রাশিয়ার জেএসসি এফইসি প্রোডিনটর্গের মধ্যে বিদ্যমান সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) আওতায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে সূর্যমুখী তেল, হলুদ, মটরশুঁটি, ছোলা, লাল মসুর ডাল ও সবুজ মসুর ডালসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য সরবরাহে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও বাজার স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী রাশিয়ার বাণিজ্য সম্প্রসারণের আগ্রহকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে।

বৈঠকে উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার বিষয়ে একমত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আনোয়ার

বলেন, জ্বালানি বিভাগের অন্যান্য সংগঠন পেট্রোবাংলা, আরপিজিসিএল যেমন দিন-রাত কাজ কাজ করছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও প্রতি মুহূর্তে ঘটনা সম্পর্কে আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং তার তরফ থেকে, তার পক্ষ থেকে যদি কিছু করবার থাকে সেই ব্যাপারে চেষ্টা করছেন।

অনিন্দ্য ইসলাম বলেন, বাংলাদেশের মানুষের দুর্ভোগ কমাতে মালয়েশিয়া পাশে থাকতে চায় এমন ইতিবাচক বার্তাই দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় উঠে এসেছে। বর্তমান সংকট সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার হিসেবে মানুষের কষ্ট লাঘবের দায়িত্ব তারা গভীরভাবে অনুভব করে। এ কারণেই প্রধানমন্ত্রী নিজেই সংকট নিরসনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্যোগ নিয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, পেট্রোবাংলা ও আরপিজিসিএলসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো দিন-রাত কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীও সার্বক্ষণিক পরিস্থিতির খোঁজ রাখছেন এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই চাহিদা ও সরবরাহের যে ঘাটতি রয়েছে, সেটি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনতেই মালয়েশিয়ার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে অনিন্দ্য ইসলাম বলেন, মালয়েশিয়া থেকে এলএনজি আমদানির সম্ভাবনা নিয়ে কাজ চলছে। পাশাপাশি দেশটির প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ কিংবা প্রয়োজনীয় সম্পদ ভাগাভাগির মতো বিকল্প সহযোগিতার সুযোগও বিবেচনায় রয়েছে। এসব বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

ডেঙ্গুতে তিনজনের

৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ দুই হাজার ৮৬১ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট ৪১৩ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ এক হাজার ২১৪ জন এবং ডেঙ্গুতে মোট ৫৭৫ জনের মৃত্যু হয়।

২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মোট এক হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। পাশাপাশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন মোট তিন লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন।

চলতি বছরেই শুরু হবে

তথ্য উপদেষ্টা বলেন, অক্টোবরের কথা, নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ ওটা। সরকার বলছে, এ বছরের মধ্যে, তার মানে সর্বোচ্চ আর এক-দেড় বা দু মাস দেরি হতে পারে। কিন্তু এ বছরেই শুরু হবে। এটা সরকারের কমিটমেন্ট।

এসময় তথ্য অধিদফতরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ এবং মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব ড. মো. আলম মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

গভীর নিম্নচাপ দুর্বল

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, বিহার, গভীর নিম্নচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় ও উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২৯ জুলাই সকাল ৯টার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক স্থানে এবং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের কিছু কিছু স্থানে অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একইসঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

২৯ জুলাই সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং রাজশাহী, ঢাকা ও বরিশাল বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এদিন দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

৩০ জুলাই সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ এলাকায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে। দেশের কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণেরও আশঙ্কা রয়েছে।

পরবর্তী দুদিন রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং দেশের অন্যান্য বিভাগের অনেক এলাকায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে ১ আগস্ট রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

বঙ্গভবনে কার্যক্রম শুরু

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ রাইসুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতিকে অক্টাগনে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

আনুষ্ঠানিকতা শেষে, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানকার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ সময় সামরিক সচিব ও জন বিভাগের সচিব তাঁকে বঙ্গভবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন।

এরপর রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনের বিভিন্ন অফিস, গ্যালারি হল এবং রাষ্ট্রপতি তোষাখানা পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় রাষ্ট্রপতির সচিববৃন্দ ও সহকারী সামরিক সচিব উপস্থিত ছিলেন।

টুথপেস্টে মাইক্রোপ্লাস্টিক

সংস্থা। এই গবেষণায় বলা হয়, গবেষণায় পরীক্ষা করা ৩৪টি টুথপেস্টের মধ্যে ২৬টিতে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া গেছে। বাকি ৮টিতে কোনো মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়া যায়নি।

পরে এ নিয়ে বিষয়টি নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মামুন। পরে মঙ্গলবার আদালত শুনানি শেষে ২৬টি টুথপেস্টে 'ক্ষতিকর' মাইক্রোপ্লাস্টিক পাওয়ার ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয়।

রিটকারী আইনজীবী মামুন বলেন, "শুধু ২৬টি না, বাজারে যতগুলো টুথপেষ্ট আছে সবগুলো নিয়ে তদন্তদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এই কমিটিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও বুয়েটের একজন প্রতিনিধিকে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।"

সূত্রঃ বিবিসি বাংলা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের

সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়নি।

এ সময় এ এম এম নাসির উদ্দিন আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র নির্বাচন কমিশনে জমা হবে এবং নির্বাচন কমিশনই রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে তা নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থাপনায় সম্পন্ন হবে।

তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে প্রক্রিয়াগত কারণে ভেন্যু পরিবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনা করা হতে পারে। তবে এ সংক্রান্ত সব তথ্য গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হবে।

সিইসি আরও জানান, নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। একই সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কমিশনের প্রস্তুতি চলমান থাকলেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন যথাসময়ে সম্পন্ন করতে কমিশন সক্ষম।

ভোটার তালিকার বিষয়ে তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। ভোটার তালিকা পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

সংসদ অধিবেশন চলাকালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি নাড় এমন প্রশ্নের জবাবে সিইসি বলেন, সংসদ অধিবেশন থাকুক বা না থাকুক, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

সাতক্ষীরা-৪ আসন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি নাড় জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি। বৈঠকের আলোচনার বিষয় ছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

সম্পাদক ও প্রকাশক : কাজী জহিরুল ইসলাম (বাবুল) , নির্বাহী সম্পাদক : কাজী জাহিদুল ইসলাম (প্রিন্স), সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : পল্টন চায়না টাউন, স্যুট ৯/৮, লেভেল-৯, পশ্চিম ভবন (৯ম তলা) ৬৮ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।
প্রিন্স মিডিয়া লি: কর্তৃক প্রকাশিত এবং শরীয়তপুর প্রিন্টিং প্রেস ২৮/১বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। মোবাইল-০১৭১৬-৩৬৬০৬১,০২-২২২২২২৫৯৭৩ ফ্যাক্স: ০২-৪৮৩১৮১৬২ E-mail : dailyneighbour@gmail.com. www.dailyneighbour.com

ফ্রান্সে দাবানল উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ২০ দিনে ১৬২ জন গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

দাবানলে পুড়ছে ফ্রান্সের বহু এলাকা। অসচেতনতা, অসতর্কতার এবং ইচ্ছাকৃতভাবে দাবানল উস্কে দেওয়ার অভিযোগে ৬ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ২০ দিনে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৬২ জনকে। গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছেন ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেবাস্টিয়েন লেকোর্নু। সেই সঙ্গে সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন, "যারা দাবানল উস্কে দিচ্ছে, তাদের শনাক্ত করার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের খুঁজে বের করা হবে, গ্রেপ্তার করা হবে এবং আদালতে হাজির করার আগেই তারা যেন নিজেদের কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে প্রস্তুত থাকে, সে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" উল্লেখ্য, চলতি ২০২৬ সালের শুরু থেকেই ফ্রান্সে দাবানলের প্রকোপ শুরু হয়েছে। জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত ৭ মাসে দেশটির বিভিন্ন এলাকায় মোট ১৩ হাজার ৫৬৬টি দাবানলের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এসব দাবানলে দেশটির ১ লাখ ১৬ হাজার ৮৫ হেক্টর পরিমাণ জমির গাছপালা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে এবং এটি একটি রেকর্ড। ২০২২ সালের দাবানলে ফ্রান্সের ৭২ হাজার একর জমির গাছপালা পুড়ে গিয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত এটি ছিল দাবানলে ফ্রান্সে সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতির রেকর্ড। এক্সবার্তায় সেবাস্টিয়ান লেকোর্নু বলেছেন, ফ্রান্সে প্রতি ১০ দাবানলের ৯টিই ঘটছে মানবসৃষ্ট কারণে। মূলত সিগারেটের গোড়া না নিভিয়ে যত্র-তত্র ফেলে দেওয়া, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোতে বারবিকিউ পার্টি করা।

ইরান যুদ্ধ সমর্থন করেন প্রতি তিন মার্কিনের একজন, ট্রাম্পের লক্ষ্য নিয়েও বিভ্রান্তি

জনমত জরিপ দেখে ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নেন না। তাঁর দাবি, ট্রাম্পের প্রধান লক্ষ্য হলো, ইরানকে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না দেওয়া।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতি মার্কিন নাগরিকদের সমর্থন কমছে। রয়টার্স/ইপসোসের নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, প্রতি তিন মার্কিন নাগরিকের মাত্র একজন এ যুদ্ধকে সমর্থন করছেন। একই সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষের অভিযোগ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনো স্পষ্ট করে বোঝাতে পারেননি, এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য কী।

গত শুক্রবার থেকে রোববার পর্যন্ত পরিচালিত এ জরিপে আরও দেখা গেছে, ট্রাম্পের সামগ্রিক জনসমর্থন সামান্য বেড়েছে। বর্তমানে তাঁর জনপ্রিয়তার হার ৩৭ শতাংশ, যা গত মাসের তুলনায় ৩ পয়েন্ট বেশি।

তবে ইরান যুদ্ধ নিয়ে ট্রাম্পের অবস্থানকে অনেকেই অস্পষ্ট মনে করছেন। জরিপে অংশ নেওয়া ৬৯ শতাংশ মার্কিন নাগরিকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র কেন এ যুদ্ধে জড়িয়েছে ও তাদের লক্ষ্য কী, সে বিষয়ে ট্রাম্প স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।

ট্রাম্পের সমর্থক রিপাবলিকানদের মধ্যেও প্রতি ১০ জনের প্রায় চারজন এ মত দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অলিভিয়া ওয়েলস বলেন, জনমত জরিপ দেখে ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নেন না। তাঁর দাবি, ট্রাম্পের প্রধান লক্ষ্য হলো, ইরানকে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না দেওয়া।

জরিপ অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরুর পর থেকেই এ যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন ৪০ শতাংশের নিচে রয়েছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোর অন্য যুদ্ধের শুরুর সময়কার জনসমর্থনের তুলনায় এটি অনেক কম।

২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের শুরুতে প্রায় ৭০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। আর ২০০১ সালে আফগানিস্তান যুদ্ধের শুরুতে সমর্থনের হার ছিল প্রায় ৯০ শতাংশ।

আগামী নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে যুদ্ধ নিয়ে জনঅসন্তোষ ট্রাম্প ও তাঁর রিপাবলিকান পার্টির ওপর রাজনৈতিক চাপ বাড়াচ্ছে।

জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত সাবেক মেরিন সদস্য অ্যালেক্স ওম্যাক বলেন, 'কেন আমরা ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালাম, সেটাই পরিষ্কার নয়। আমার কোনো ধারণা নেই।'

অ্যালেক্স বলেন, উপসাগরীয় যুদ্ধে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশের ভূমিকা পছন্দ করেই তিনি রিপাবলিকান হয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের কারণে ট্রাম্পের প্রতি তাঁর সমর্থন কমে গেছে।

এ পর্যন্ত এই যুদ্ধে ১৮ মার্কিন সেনা নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইরান ও লেবাননে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতেও যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। দেশজুড়ে প্রতি গ্যালন পেট্রলের গড় দাম এখন চার ডলারের কিছু বেশি, যা যুদ্ধ শুরুর আগে ছিল প্রায় তিন ডলার।

রিপাবলিকান দলের রাজনৈতিক বিশ্লেষক অ্যালেক্স কোনান্ট বলেন, যুদ্ধে অর্থনীতির বেহাল দশার কারণে রিপাবলিকানদের জন্য ভোটারদের আস্থা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে দীর্ঘমেয়াদি কোনো যুদ্ধে জড়াবেন না। শুরুতে তিনি ধারণা দিয়েছিলেন, ইরান যুদ্ধ চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের বেশি চলবে না।

তবে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হওয়ায় সমালোচনাও বেড়েছে। যদিও ট্রাম্প বারবার বলেছেন, এ যুদ্ধের সঙ্গে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কোনো তুলনা চলে না।

জর্জিয়ার বাসিন্দা রায়ান অ্যান্ডারসন ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ট্রাম্পের উচিত বিদেশের যুদ্ধ নয়, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো বেশি গুরুত্ব দেওয়া।

রায়ান বলেন, 'আমার মনে হয়, আগে দেশের মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া উচিত। (ইসরায়েল) আমাদের মিত্র, ঠিক আছে। কিন্তু এ দেশেই (যুক্তরাষ্ট্র) অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের এখন সাহায্য প্রয়োজন।'

রয়টার্স/ইপসোসের সবশেষ জরিপে ১ হাজার ২৪৬ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক অংশ নেন। জরিপের ফলাফলে ত্রুটির সম্ভাব্য সীমা ছিল ৩ শতাংশ পয়েন্ট।

'আমার মনে হয়, আগে দেশের মানুষের সমস্যার দিকে নজর দেওয়া উচিত। (ইসরায়েল) আমাদের মিত্র, ঠিক আছে। কিন্তু এ দেশেই (যুক্তরাষ্ট্র) অনেক মানুষ আছেন, যাঁদের এখন সাহায্য প্রয়োজন।'

রয়টার্স/ইপসোসের সবশেষ জরিপে ১ হাজার ২৪৬ প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক অংশ নেন। জরিপের ফলাফলে ত্রুটির সম্ভাব্য সীমা ছিল ৩ শতাংশ পয়েন্ট।

জাপানে ৭.১ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সুনামি সতর্কতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

জাপানের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গতকাল মঙ্গলবার ৭ দশমিক ১ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এতে ওই অঞ্চলের হাজারো পরিবার বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জাপান আবহাওয়া সংস্থা (জেএমএ) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২৭ মিনিটে কিউশু দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। জাপানের নিজস্ব শিন্দো কম্পনমাত্রা স্কেলে এর তীব্রতা সর্বোচ্চ সাত মাত্রায় পৌঁছায়। টোকিও থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে। সংস্থাটি জানায়, সুনামির ঢেউ সর্বোচ্চ এক মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম এনএইচকে জানায়, এ উচ্চতার ঢেউ ইতোমধ্যেই আঘাত হেনে থাকতে পারে। জাপানের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জানায়, কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বাভাবিক কিছু ধরা পড়েনি। স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কিউশু ইলেকট্রিক পাওয়ার জানায়, কুমামোতো অঞ্চলে প্রায় ৪৫ হাজার পরিবার ও স্থাপনায় বিদ্যুৎ নেই। প্রতিষ্ঠানটি আরও জানায়, ভূমিকম্পের সময় এ অঞ্চলে চালু থাকা তিনটি পারমাণবিক চুল্লি স্বাভাবিকভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ২৭ মিনিটে কিউশু দ্বীপে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। জাপানের নিজস্ব শিন্দো কম্পনমাত্রা স্কেলে এর তীব্রতা সর্বোচ্চ সাত মাত্রায় পৌঁছায়।

ভূমিকম্পের প্রায় আধা ঘণ্টা পর হেলমেট পরা এনএইচকের এক স্থানীয় সংবাদকর্মী সরাসরি সম্প্রচারে জানান, কম্পন তখনও চলছিল। সংবাদকক্ষ এতটাই কাঁপছিল যে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, 'আমি কথা বলার সময়ও কম্পন চলছে। আমার মতো অনেকেরই হয়তো বুক ধড়ফড় করছে।' তিনি আরও বলেন, 'ভূমিকম্প আঘাত হানার সময় কম্পন এতটাই প্রবল ছিল যে আমি দাঁড়াতে পারিনি। তাই এর পরও আবার কম্পন হতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকুন।'

ভূমিকম্পের দীর্ঘ ইতিহাস

২০১৬ সালে কুমামোতোতে পরপর দুটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানে। প্রথমটির মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৫। দুই দিন পর দ্বিতীয়টির মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৩। ওই দুই ভূমিকম্পে ২৭৩ জন প্রাণ হারান ও আরও ২ হাজার ৮০০ জনের বেশি আহত হন। গত ২৫ জুন উত্তর জাপানে ৭ দশমিক ২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। তবে এতে কোনো প্রাণহানি বা বড় ধরণের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রায় ১২ কোটি ৫০ লাখ মানুষের এই দ্বীপদেশে প্রতিবছর সাধারণত কয়েক শত ভূমিকম্প অনুভূত হয়। বিশ্বের মোট ভূমিকম্পের প্রায় ১৮ শতাংশই জাপানে ঘটে। ২০১১ সালের ৯ দশমিক ০ মাত্রার ভয়াবহ সমুদ্রতলের ভূমিকম্পের স্মৃতি এখনো দেশটিকে তাড়া করে ফেরে। ওই ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে প্রায় ১৮ হাজার ৫০০ মানুষের মৃত্যু বা নিখোঁজ হন। একই সঙ্গে ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রও ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চলতি বছরের ২০ এপ্রিল দেশের উত্তরাঞ্চলে ৭ দশমিক ৭ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পে অন্তত ১০ জন আহত হন।

জাপানে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের বাস্তবতা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

৫৮ বছর বয়সী ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ৩৯ বছর ধরে জাপানের ওসাকায় বসবাস করছেন। ১৯৮৭ সালে অর্থনৈতিক বুদ্বুদ বা ব্যবসার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভালো কাজের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ শ্রীলঙ্কা থেকে তিনি জাপানে এসেছিলেন। তিনি ব্যবহৃত গাড়ির ব্যবসা ও রত্নপাথরের কেনাবেচা করেছেন। তিনি এমন এক সময়ে এসেছিলেন, যখন সেখানে বিদেশি বাসিন্দা ছিল একেবারেই হাতে গোনা।

তবে মহিউদ্দিনের মতে, তখনকার তুলনায় বর্তমানে স্থানীয় মানুষেরা অনেকটা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে এবং অনলাইনে ও সামনাসামনি মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে পীড়াদায়ক মন্তব্য করা শুরু করেছে। ওসাকা মসজিদের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা মহিউদ্দিন বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'জাপান ছেড়ে যাও' কিংবা 'নিজের দেশে ফিরে যাও'-এর মতো অজস্র মন্তব্য করা হয়। এমনকি, মানুষ এখন সরাসরি মসজিদে এসেও চিৎকার করে গালিগালাজ করছে। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক সময়ে দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন তিনি গভীরভাবে অনুভব করছেন। তিনি আফসোসের সঙ্গে বলেন, এখন মনে হয় মানুষ আমাদের ভয় পেতে শুরু করেছে।

জাপানের ফুজিসাওয়া শহরে বিক্ষোভ

জাপান

মসজিদ নির্মাণের বিরুদ্ধে

এটি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে যে আমাদের সমাজ ও কমিউনিটি কেমন রূপ নিতে পারে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও খালি পদগুলো পূরণে সাম্প্রতিক সময়ে জাপান ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করছে।

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

জাপানের সমুদ্র তীরবর্তী ফুজিসাওয়া শহরে প্রথম মসজিদ নির্মাণ কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক, বিরোধিতা ও সামাজিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। মূলত কমতে থাকা জনসংখ্যা ও বৃদ্ধ নাগরিকদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শ্রমঘাটতি বাইরে থেকে মেটাতে গিয়ে জাপানের ঐতিহ্যবাহী সমাজ ও সংস্কৃতি যে পরিবর্তনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গেছে, বর্তমানে ফুজিসাওয়ার একটি সবুজ ফাঁকা মাঠে খুব শিগগির তৈরি হতে যাচ্ছে শহরের প্রথম মসজিদ। তবে দীর্ঘদিনের স্থানীয় বাসিন্দা নোরিকো ইজুমিজাওয়া শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, এটি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে যে আমাদের সমাজ ও কমিউনিটি কেমন রূপ নিতে পারে। রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কঠোর নিয়ম থাকা সত্ত্বেও খালি পদগুলো পূরণে সাম্প্রতিক সময়ে জাপান ক্রমবর্ধমানভাবে বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্ভর করছে। এর ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও জীবনযাত্রার অসংখ্য অভিবাসীর আগমন ঘটছে দেশটিতে। ফুজিসাওয়ার মতো শহরে যে বিতর্কটি এখন শুরু হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জাপানিদের নিজস্ব আত্মপরিচয়ের মূল ভাবনার গভীরেই আঘাত হানছে। ইজুমিজাওয়া একা নন, শহরটির বহু বাসিন্দা দৃশ্যমান মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিতি নিয়ে একই ধরনের উদ্বেগে রয়েছেন। তিনি স্বীকার করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অভিবাসন নিয়ে চলা চরম বিতর্কের খবরগুলোও তার এই দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে স্থানীয় ট্রেন স্টেশনে মসজিদবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। অনেকের মতে, পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী জাপানি শিন্টো মন্দিরের চেয়ে আকারে অনেক বড় একটি মসজিদ তৈরি করা অসম্মানজনক। পাশাপাশি জাপানি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ও অপপ্রচার ছড়ানোর একাধিক খবর সামনে এসেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, মসজিদগুলো লক্ষ্য করে গালিগালাজপূর্ণ ফোন কল ও ইমেইল পাঠানো হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় আবার বর্ণবাদবিরোধী একাধিক দল 'বিদ্বেষ বন্ধে' পাল্টা শান্তি মিছিলের আয়োজন করে। অন্যদিকে, ফুজিসাওয়ায় প্রস্তাবিত মসজিদটির ঠিক বিপরীত পাশে থাকা একটি কফি শপের ব্যবস্থাপক হিরোকি সুজুকা পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা ও আলোচনার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমি জোরালোভাবে এর বিরোধী নই, আবার খুব বড় সমর্থকও নই। আমি মনে করি, প্রথম পদক্ষেপ হলো তাদের সম্পর্কে জানা- ইসলাম কী, তারা কেমন মানুষ ও তাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি কী। একটি খোলা মন নিয়ে একে অন্যকে বোঝার মানসিকতা থেকেই

স্পোর্টস

তবে কি নেতৃত্ব হারাতে যাচ্ছেন মিরাজ?

ওয়ানডে ফরম্যাটের নেতৃত্ব হারাতে পারেন মেহেদী হাসান মিরাজ। তার অধীনে দল সাম্প্রতিক সময়ে ভালো করলেও সর্বশেষ সিরিজে জিম্বাবুয়ের কাছে হেরেছে। এদিকে মিরাজের অধিনায়কত্বের ধরন নিয়েও হচ্ছিল সমালোচনা। এমন সময়ে এই চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশ করেছে ক্রিকবাজ। একইসাথে গণমাধ্যমটি সম্ভাব্য নতুন অধিনায়কের নামও ঘোষণা করেছে। টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস একদিনের ক্রিকেটেও দায়িত্ব পেতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক রয়েছেন। মিরাজ ও লিটন ছাড়াও নেতৃত্বে রয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। তিন ফরম্যাটের সাবেক এই অধিনায়ক বর্তমানে শুধু টেস্ট দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। টি-টোয়েন্টিতে লিটনের ডেপুটি হিসেবে সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করছেন তাওহীদ হৃদয়। ওয়ানডেতেও একই দায়িত্ব পেতে পারেন তিনি।

পিকের ভবিষ্যদ্বাণী

হ্যাটট্রিক লা লিগা জিতবে বার্সেলোনা

ক্রীড়া ডেস্ক

টানা দুই মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদকে পেছনে ফেলে লা লিগা জিতেছে বার্সেলোনা। আর কিছুদিন পরেই শুরু হচ্ছে নতুন মৌসুম। মাঠের খেলা শুরুর আগেই শুরু হয়েছে কথার লড়াই। সাবেক বার্সা ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে বলছেন, এবারও দুর্দান্ত পারফর্ম করে হ্যাটট্রিক লিগ শিরোপা জিতবে কাতালানরা। হান্সি ফ্লিকের অধীনে দুই মৌসুমে দুই লিগ শিরোপাসহ ৯টি ট্রফি জিতেছে লামিন ইয়ামালরা। অন্যদিকে গত মৌসুমে বড় কোন ট্রফি জিততে পারেনি রিয়াল। এই মৌসুমে রিয়ালের ডাগআউটে থাকছেন হোসেন মরিনহো। এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারকেও দলে ভিড়িয়েছেন তিনি। পিকে অবশ্য এবারও রিয়ালের চেয়ে বার্সাকেই এগিয়ে রাখছেন, 'বার্সা এখনও রিয়ালের চেয়ে শক্তিশালী। এবারও তারা লিগ শুরুর সময়ে এগিয়ে থাকবে। গত দুইবারের লিগ জেতায়, আমার মতে তারা ফেভারিট হিসেবে মৌসুম শুরু করবে। হ্যাটট্রিক শিরোপার স্বপ্ন দেখতেই পারে বার্সা। ফ্লিকের বার্সার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পিকে, 'দলের সবার মধ্যে বোঝাপড়াটা

যে কারণে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন নাহিদ-তাসকিন

ক্রীড়া ডেস্ক

বাংলাদেশের দুই পেসার নাহিদ রানা ও তাসকিন আহমেদ চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন। তাদের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, নাহিদের সাম্প্রতিক সাইড স্ট্রেইনের জন্য নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে ভোগানো শিনবোনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতেই তাকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হচ্ছে। একই সঙ্গে তাসকিন আহমেদের দীর্ঘদিনের গোড়ালির চোট নিয়েও বিশেষজ্ঞের তৃতীয় মতামত নিতে চায় বিসিবি। ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিসিবির ওই কর্মকর্তা বলেন, "ক্যারিয়ারের শুরুর দিক থেকেই নাহিদ দুই পায়ের শিনবোনের ব্যথা নিয়ে খেলছে। এত দিন সে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করেই খেলেছে।

আমাদের আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল, সুযোগ পেলে অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডে গিয়ে নিচের অঙ্গের (লোয়ার লিম্ব) একজন বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে তার শিনবোনের সমস্যার মূল্যায়ন করানো হবে।" চলতি মাসে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সাইড স্ট্রেইনে আক্রান্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ছিটকে যান নাহিদ। তবে বিসিবির দাবি, তার অস্ট্রেলিয়া সফরের সঙ্গে সেই চোটের কোনো সম্পর্ক নেই। এ বিষয়ে বোর্ডের কর্মকর্তা আরও বলেন, "সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই নাহিদ অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে একজন শিনবোন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

উজবেকিস্তানকে উড়িয়ে

ভলিবলের ফাইনালে বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে চলমান সেন্ট্রাল এশিয়ান ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের পুরুষ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬ এর ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ জাতীয় পুরুষ দল। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে উজবেকিস্তানকে সরাসরি ৩-০ সেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। ম্যাচের শুরু থেকেই দুর্দান্ত দাপট দেখায় বাংলাদেশ। চমৎকার দলীয় সমন্বয়, সুশৃঙ্খল কৌশল এবং একের পর এক আক্রমণাত্মক শটে প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগই দেয়নি তারা। পুরো ম্যাচে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখে বাংলাদেশ পরপর তিন সেটে যথাক্রমে ২৫-২১, ২৫-২০ এবং ২৫-১৯ পয়েন্টে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ।

এর আগে লিগ পর্বেও দুর্দান্ত খেলে সেমিফাইনালে পা রেখেছিল বাংলাদেশ। সেখানে উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কাকে পরাজিত করলেও স্বাগতিক পাকিস্তানের কাছে পয়েন্ট হারাতে হয়েছিল। সেমিফাইনালে আবারও উজবেকিস্তানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে নিজেদের পঞ্চম জয় তুলে নিয়ে শিরোপার চূড়ান্ত লড়াইয়ে জায়গা করে নিল বাংলাদেশ। পাকিস্তান বনাম শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনালে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। জাতীয় দলের এই অভাবনীয় সাফল্যে খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও দলীয় কর্মকর্তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন। এক বার্তায় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মুমিন সাদ্দাম বলেন, 'খেলোয়াড়দের এই অসাধারণ পারফরম্যান্স পুরো দেশের জন্য গর্বের। আশা করি, ফাইনালেও এই আত্মবিশ্বাস ও লড়াকু মানসিকতা ধরে রেখে তারা দেশের জন্য শিরোপা জয় করে আনবে।'

'সমস্যার বিপিএল' আর করতে চায় না বিসিবি

ক্রীড়া প্রতিবেদক ঢাকা

বিপিএল মানেই সমস্যা, বিতর্ক আর সমালোচনা। ২০১২ সালে শুরুর পর প্রথম দুএক আসর বাদ দিলে বছরের পর বছর ফ্র্যাঞ্চাইজি এই টুর্নামেন্টটি শুধু দেশের ক্রিকেটের জন্য দুর্নামই বয়ে আনছে। তামিম ইকবালের বর্তমান বোর্ড তাই নতুন করে আর 'দুর্নাম' কুড়াতে চাইছে না। সরে আসতে চাইছে বিপিএল আয়োজন থেকে। বিসিবির দায়িত্বশীল একটি সূত্র গতকাল জানিয়েছে, বোর্ড সমস্যাসংকুল বিপিএল আর করবে না। এ বিষয়ে বেশির ভাগ পরিচালক একমত। তাঁরা চান, দুর্বল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে দেশের জন্য দুর্নাম কুড়ানো ও বিসিবির ওপর আর্থিক দায়ভার চাপানো টুর্নামেন্টটি থেকে সরে আসতে। নতুন করে যদি টুর্নামেন্টটি হয়ও, তার আগে এটিকে পুরোপুরি বিতর্কের বিষমুক্ত করতে চায় বোর্ড। অতীতে যেসব কারণে বিপিএল সমালোচিত হয়েছে এবং দেশের ক্রিকেটের জন্য বদনাম কুড়িয়েছে; সেসব দূর করার আগ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি আর নাও হতে পারে। বিপিএলের পরবর্তী আসর হওয়ার কথা ছিল আগামী ডিসেম্বরে। স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ প্রায় প্রতি বিপিএলেই ওঠে; সঙ্গে স্থানীয় ও বিদেশি খেলোয়াড়দের বকেয়া পাওনা, বিসিবিফ্র্যাঞ্চাইজি সম্পর্কে টানাপোড়েন, ভালো প্রতিষ্ঠানের ফ্র্যাঞ্চাইজি না হওয়া এবং ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর অপেশাদার আচরণ মিলিয়ে বিপিএলের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে ক্রিকেটবিশ্বে। এই টুর্নামেন্ট চিহ্নিত হয়ে গেছে 'সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট' হিসেবেও। বিপিএলের ২০২৪ সালের আসরে ওঠা স্পট ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তদন্তে আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি মির্জা হোসেইন হায়দারকে প্রধান করে গঠিত কমিটির রিপোর্টেও বেশ কিছু সমস্যা উল্লেখ করে সুপারিশ করা হয়েছে, পরবর্তী আসর আয়োজনের আগে যেন সব সমস্যা দূর করা হয়। যদিও তা না করেই আয়োজিত হয়েছে গত বিপিএল।

এখনো আলোর মুখ দেখেনি স্পট ফিক্সিংয়ের তদন্ত প্রতিবেদনও। বিসিবিও এখন বিপিএল নামক এই বিতর্কের বোঝা বইতে চাইছে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্য দুই রকম চিন্তাই আছে বলে জানিয়েছে বোর্ডের একটি সূত্র। প্রথমত, এবারের বিপিএল স্থগিত রেখে ভালো ফ্র্যাঞ্চাইজিদের এনে ও বিরাজমান সমস্যা দূর করে আগামীবার থেকে নতুনভাবে শুরু করা। খেলোয়াড়েরা যেন আর্থিকভাবে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্য প্রয়োজনে বিপিএলের সময়ে এনসিএল টিটুয়েন্টি বা অন্য কোনো ঘরোয়া টিটুয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করা। দ্বিতীয় চিন্তা, ভবিষ্যতে 'বিপিএল' নামেই আর কোনো টুর্নামেন্ট আয়োজন না করা। ব্র্যান্ড হিসেবে 'বিপিএল' নামটার যেহেতু নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেছে, এই নাম বাদ দিয়ে নতুন নামে নতুনভাবে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট শুরু করা। সে ক্ষেত্রে এ বছর বিপিএল হবে না। নতুন টুর্নামেন্টটিকে ভালোভাবে শুরু করতে প্রস্তুতির জন্য যথেষ্ট সময় নিতে পারে বিসিবি। আজ বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির সমন্বয় সভায় এ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। বিসিবির নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরিচালক বিপিএলের নেতিবাচক দিক তুলে ধরে বলেছেন, 'বিপিএলে এমনও হয়, একদুটি দলের প্রায় পুরো প্লেয়ার্স পেমেন্ট বিসিবিকে করতে হয়। ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকেরা ইচ্ছেমতো দামে খেলোয়াড়দের ডেকে নেয়। ৫ লাখ টাকার খেলোয়াড়কে ৫০ লাখ টাকায় ডেকে পরে টাকা দেয় না। এসব দায় ক্রিকেট বোর্ডের কাঁধে ফেলে চলে যায়। আবার টিভি স্বত্ব বিক্রি করে যে টাকা আসে, তার প্রায় পুরোটাই চলে যায় প্রোডাকশন কস্টে। এই বিপিএল করে লাভ কী?' বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ফাহিম সিনহা অবশ্য এখনো আশাবাদী, বিপিএল হবে। তবে তাঁর কথায় অন্য সুরও আছে, 'আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ভালো ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে। না পারলে তখন হয়তো একটা সিজন ব্রেক দেব।'

> তাঁরা চান, দুর্বল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের নিয়ে দেশের জন্য দুর্নাম কুড়ানো ও বিসিবির ওপর আর্থিক দায়ভার চাপানো টুর্নামেন্টটি থেকে সরে আসতে। নতুন করে যদি টুর্নামেন্টটি হয়ও, তার আগে এটিকে পুরোপুরি বিতর্কের বিষমুক্ত করতে চায় বোর্ড।

সান্তোসের সাথে বাড়ছেনা নেইমারের চুক্তি

ক্রীড়া ডেস্ক

ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র তার পুরোনো ক্লাব সান্তোসে ফেরার পর থেকে সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন। ভেতরের রেষারেষি, ক্লাবের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্তহীনতা এবং নিজের আচরণগত বিতর্ক নিয়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার দূরত্ব এখন তুঙ্গে। ফলে ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের পর সান্তোসের সাথে তার চুক্তির মেয়াদ বাড়ার সম্ভাবনা একপ্রকার ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ব্রাজিলীয় সংবাদমাধ্যম গ্লোবোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডের সাম্প্রতিক মনোভাব ও আচরণে দলের ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং ম্যানেজমেন্টের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাকে দৈনন্দিন অনুশীলনে সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে এবং তার স্বার্থপর মনোভাব সতীর্থদের বিরক্ত করছে। মে মাসে অনুশীলনের সময় রবিনহো জুনিয়রের সঙ্গে তর্কাতর্কির পর তার অধিনায়কত্ব ও নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠেছে। বিতর্কের জল আরও গড়ায় কোপা সুদেরিকানা চলাকালীন সময়ে। দল যখন আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে ভেনিজুয়েলা সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক তখন নেইমারকে সাও পওলোর একটি পোকার টুর্নামেন্টে দেখা যায়। এ নিয়ে তীব্র সমালোচনার জবাবে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া দেখান।

অধিনায়ক ছাড়াই দক্ষিণ আফ্রিকা গেলো ইমার্জিং দল

ক্রীড়া ডেস্ক

আগামী আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। ১৩ আগস্ট শুরু হবে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট। আর দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচটি শুরু হবে ২২ আগস্ট। প্রায় একই সময়ে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করবে বাংলাদেশ 'এ' দল, ইমার্জিং দল ও হাই পারফরম্যান্স ইউনিট। সবার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ৫টি ওয়ানডে আর দুটি ৪ দিনের ম্যাচ খেলতে গেল বাংলাদেশ ইমার্জিং দল। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এরই মধ্যে ১৫ সদস্যের ইমার্জিং দল ঘোষণা করেছে। সেই দলে ৪ জন জাতীয় ক্রিকেটার (জাকির হাসান, শাহাদাত হোসেন, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন) আছেন। বলে রাখা ভালো, বাঁহাতি টপ অর্ডার ব্যাটার জাকির হাসান ১৩টি টেস্ট, ২টি ওয়ানডে ও ৪টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। এ ছাড়া ডানহাতি ওপেনার শাহাদাত হোসেন দীপুও ৬টি টেস্ট ও ৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে অংশ নিয়েছেন। এক সময় জাতীয় দলের হয়ে ১০টি টি-টোয়েন্টি খেলা লেগস্পিনার আমিনুল ইসলাম বিপ্লবের সঙ্গে ১টি টেস্ট ও ৩টি ওয়ানডে ম্যাচে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করা উইকেটকিপার-ব্যাটার মাহিদুল ইসলাম অঙ্কনও আছেন। ধারণা করা হয়েছিল, জাকির ও অঙ্কনের মধ্যে কেউ একজন নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু অবাক করা সত্য হলো, খেলোয়াড় তালিকায় কারও নামের পাশেই অধিনায়ক শব্দটি লেখা নেই। বিসিবি থেকে যে আনুষ্ঠানিক খেলোয়াড় তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে ক্যাপ্টেন শব্দটাই নেই। কেউ কেউ মনে করেছিলেন, সেটা বোধ হয় ভুল। না, মোটেই ভুল নয়। বাস্তবে ইমার্জিং দল দ. আফ্রিকা গেছে অধিনায়ক ছাড়াই। মানে, কাউকেই অধিনায়ক করা হয়নি। বিসিবি থেকে জানানো হয়েছে, ইচ্ছা করেই কাউকে অধিনায়ক করা হয়নি। এমনও হতে পারে, একেক ম্যাচে একেকজন অধিনায়কত্ব করবেন। শুধু অধিনায়ক ছাড়া দল ঘোষণা ও পাঠানোই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলসহ একটি ৩ দলের ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট এবং ৪ দিনের দুটি ম্যাচ খেলার জন্য ১৫ জনের যে ইমার্জিং দল গেছে, সেই দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো কর্মকর্তাও যাননি। দলটির হেড কোচ হিসেবে আছেন জাতীয় দলের সাবেক হেড কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন। স্পিন কোচ হিসেবে আছেন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার, সাবেক নির্বাচক ও বোর্ড পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক। কোচিং স্টাফের অপর সদস্য হলেন গোলাম মুর্তজা। যেহেতু এটা হাই পারফরম্যান্স ইউনিটেরই একটি দল, তাই দলের সঙ্গে হাই পারফরম্যান্স ম্যানেজার জামাল বাবুও গেছেন। জানা গেছে, হেড কোচ সালাউদ্দীন দলের সঙ্গে যাননি।

লিড নিয়েও অস্বস্তিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ক্রীড়া ডেস্ক

তৃতীয় দিন শেষে তারুবা টেস্টের নিয়ন্ত্রণ এখন অনেকটাই পাকিস্তানের কাছে। যা সম্ভব হয়েছে মোহাম্মদ আব্বাস ও খুররম শাহজাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে। তৃতীয় দিনের খেলা শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ১২৬ রান করেছে। তাদের লিড এখন ১৫৫ রান। দিন শেষে শামার জোসেফ ২২ ও কেমার রোচ ৫ রানে অপরাজিত আছেন। এই জুটিই চতুর্থ দিনের শুরুতে ইনিংস এগিয়ে নেবে। এর আগে প্রথম ইনিংসে ২৮২ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। ফলে ৩১১ রান করা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২৯ রানের লিড পায়। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে সেই সুবিধা কাজে লাগাতে পারেনি স্বাগতিকরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে বোর্ডে ৭ রান যোগ হতেই মোহাম্মদ আব্বাস ব্র্যান্ডন কিং (৫) ও কেভেম হজকে (০) ফেরান সাজঘরে। এনে দেন পাকিস্তানকে দারুণ সূচনা। এরপর ২৮ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় স্বাগতিকরা। মোহাম্মদ আলি ৪ রান করা আমির জাঙ্গুকে উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান। মাত্র তিন ওভার পর মোহাম্মদ আলি আবারও আঘাত হানেন। অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার শাই হোপকে ১০ রানে বিদায় করে ৪৩ রানেই ৪ উইকেট তুলে নেন উইন্ডিজের। এরপর জাস্টিন গ্রিভসকে নিয়ে কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন ওপেনার ট্যাগেনারিন চন্দরপল। দুজনে মিলে ৩৭ রানের জুটি গড়লেও আমির জামাল ১০১ বলে ৩৫ রান করা চন্দরপলকে ফিরিয়ে সেই জুটি ভাঙেন।